প্রশ্ন : বাংলা ছোটগল্প চর্চায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান আলোচনা কর।

বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষ করে ছোটগল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কে কল্লোলের কুলোবর্ধন বলা হয় কারণ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘কল্লোল’ পত্রিকা কে কেন্দ্র করে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকভাবের প্রতিক্রিয়ায় বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার চর্চা শুরু হয়েছিল। রক্তমাংসের মানুষের ক্ষুধা ও কামনার কথায় কল্লোলের লেখকেরা সাহিত্যের রূপ দিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যত সেই গোত্রেরই লেখক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলি হল- 'অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩৫), 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭), 'মিহি ও মোটা কাহিনী' (১৯৩৮), 'সরীসৃপ' (১৯৩৯), ‘বৌ’ (১৯৪০), ‘সমুদ্রের স্বাদ’ (১৯৪৩), 'ভেজাল' (১৯৪৪), 'হলুদেপোড়া' (১৯৪৫), 'আজ কাল পরশুর গল্প' (১৯৪৬), 'পরিস্থিতি' (১৯৪৬), 'ছোটবড়' (১৯৪৮), ‘মাটির মাশুল’ (১৯৪৮), 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' (১৯৪৯), 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৫০), 'ফেরিওলা' (১৯৫৩), 'লাজুকলতা' (১৯৫৪), 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্প' (১৯৫৬), 'গল্প সংগ্রহ' (১৯৫৭), 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৫৮), 'উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ' (১৯৬৩), 'কিশোর বিচিত্রা' (১৯৬৮)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসংখ্য গল্প বাংলা সাহিত্যের মণি-মঞ্জুষায় উজ্জ্বল রত্নবিশেষ। এই গল্পগুলির মধ্যে কোথাও মধ্যবিত্ত ভাবনা, কোথাও ফ্রয়েডীয় ভাবনা, কোথাও মার্ক্সীয় ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন নানা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে ‘প্রাগৈতিহাসিক’, ‘সরীসৃপ’ ইত্যাদি গল্প উল্লেখযোগ্য। নরনারীর দেহজ কামনা এর মূল বিষয়বস্তু।

নানাবিধ সামাজিক ঘটনায় ও পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের পরিবর্তনশীল চাহিদায় মধ্যবিত্তমনের রূপান্তর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে লক্ষ্য করা যায়। সেরকমই একটি গল্প ‘কে বাঁচায় কে বাঁচে'। বিচিত্র এক আত্মপ্রায়শ্চিত্তের কাহিনী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মার্ক্সীয় ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে 'শিল্পী', ‘হারানের নাতজামাই’ গল্পে।বাংলা গল্পের ভুবনে এই আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিয়েই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিত্যকালের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন।

পরিশেষে এ কথাই বলা যায় যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয় বিশ্ব সাহিত্যের মানদন্ডেও একজন শ্রেষ্ঠ গল্পকার জীবনের যে গভীর এবং ব্যাপক বোধ তিনি তার গল্পে প্রকাশ করেছেন, তার তুলনা রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলে বাংলা কথাসাহিত্যের বিরল।